দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৭

বাঘার চরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

৩ শিক্ষক দিয়ে চলছে ২ সরকারি স্কুল!

■ নুরুজ্জামান, বাঘা (রাজশাহী) সংবাদদাতা

রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় পদ্মার চরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। দুর্গম এলাকা হওয়ায় কোনো শিক্ষকই সেখানে চাকরি করতে চাচ্ছেন না। বর্তমানে চরাঞ্চলের পলাশি ফতেপুর ও আতারপাড়া এই দুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে ৫শ শিক্ষার্থী থাকলেও শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৩ জন।

স্থানীয়রা জানান, এখানে যাকেই পাঠদানের জন্য পাঠানো হয় কদিন যেতে না যেতে তিনি অন্যত্র বদলি নিয়ে নেন। চরাঞ্চলের এই দুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলে আছে মাত্র ৩ জন। ফলে বিদ্যালয় দুটিতে শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষক না থাকায় তারা ঠিকমত ক্লাস করতে পারছে না। ফলে শিক্ষার্থীর উপস্থিতিও দিন দিন কমে যাচ্ছে।

জানা গেছে, চরাঞ্চলের পলাশি ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৮৮। শিক্ষক রয়েছে ২ জন। আতারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫৫। শিক্ষক রয়েছে ১ জন। আতারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহর আলী জানান, আমি ২৫ কিলোমিটার দূর থেকে গিয়ে ক্লাস করি। আমার একার পক্ষে প্রতিদিন ৫টি ক্লাসের সবগুলো নেয়া সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে তিনি বারবার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানানোর পরও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ইয়াকুব আলী জানান, পদ্মার চরাঞ্চলে শিক্ষকরা থাকতে চায় না। শূন্য পদে নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য তিনি অতি শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান।